তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১০

**শুধু অবকাঠামোগত উন্নয়ন দিয়ে ভালো স্কুল হয় না**

 **---তথ্যমন্ত্রী**

রাঙ্গুনিয়া (চট্টগ্রাম), ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ারি):

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, শুধু অবকাঠামোগত উন্নয়ন দিয়ে ভালো স্কুল হয় না। ভালো স্কুল করতে হলে শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষকমণ্ডলীর ভালো পড়াতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বিকাশের পাশাপাশি মূল্যবোধ, দেশাত্মবোধ ও মমত্ববোধ শেখাতে হবে।

মন্ত্রী বলেন, শুধু পরীক্ষার ভালো রেজাল্ট দিয়ে ভালো স্কুলের মানদণ্ড নির্ধারণ আমি মনে করি না। আমি যেটি মনে করি, সেটা হলো গুরুজনের প্রতি কর্তব্যবোধ শেখাতে হবে। এগুলো আমরা ছোট বেলায় শিখেছি। বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা সেই জায়গায় এখন আর নেই। কিন্তু আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক সংস্কৃতি, সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধ এগুলোতে উন্নত দেশের তুলনায় আমরা অনেক বেশি সমৃদ্ধ। এটিকে সংরক্ষণ করতে হবে।

আজ সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া শিলক উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তি ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, স্কুল হচ্ছে মানুষ গড়ার মূল কারখানা, স্কুলের শিক্ষা হচ্ছে মেধার মূল ভিত্তি। মেধা বিকাশের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ, দেশাত্মবোধ, মমত্ববোধ শেখাতে হবে। এগুলো শেখানোর মধ্য দিয়ে যাতে মানুষ গড়ার কারখানায় সঠিক মানুষ গড়তে পারি । সেই কাজে আমি আপনাদের পাশে থাকবো।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ যে অদম্য গতিতে এগিয়ে চলছে, আমাদের ও নতুন প্রজন্মের প্রচেষ্টায় ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে যে স্বপ্নের ঠিকানায় পৌঁছে দিতে চাই, আমরা দেশকে সেই স্বপ্নের ঠিকানায় শুধু নয়, স্বপ্নের ঠিকানাকেও যেন অতিক্রম করতে পারি সেই প্রত্যাশা করি।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ নিজ নির্বাচনী এলাকা রাঙ্গুনিয়ার উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরে বলেন গত ১১ বছরে যে উন্নয়ন হয়েছে তা বিগত ৪০ বছরেও হয়নি। কর্ণফুলী নদীর ভাঙনসহ এমন কোনো রাস্তাঘাট নেই যেখানে উন্নয়ন হয়নি।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধুকন্যা আমাকে তিনবার মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করিয়েছেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দিয়েছে। আল্লাহর অশেষ রহমতে দল ও নেত্রী আমাকে অনেক দিয়েছে। কিন্তু এত ব্যস্ততার মাঝেও আমার সাথে রাঙ্গুনিয়ার নাড়ির সম্পর্ক বিন্দুমাত্র কখনো ছিন্ন হয়নি। প্রতি সপ্তাহে এলাকায় সময় দিয়ে যাচ্ছি। এলাকার মানুষের সাথে আমার আত্মিক সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হয়নি, ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও হবে না।

#

আকরাম/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/২১২৫ ঘন্টা

তথ্যববিরণী নম্বর: ৩০৯

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের পথে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে

 ---নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী

বিরল (দিনাজপুর), ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ার):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরী বলেছেন, দীর্ঘ সময় অতিক্রম করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের পথে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুরের বিরল উপজেলা মুক্তমঞ্চে উপজেলার দুই সচিবের গণসংবর্ধনায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকারের লক্ষ্য পরবর্তী প্রজন্মকে নিয়ে। পরবর্তী প্রজন্ম যেন আলোকিত ও দেশপ্রেমিক মানুষ হয় এবং দেশের জন্য কাজ করতে পারে। তিনি বলেন, যারা বাংলাদেশের কৃতিত্বে অবদান রাখছেন সরকার সেই ধরনের মানুষগুলোকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে চায়। যেন নতুন প্রজন্ম অনুপ্রাণিত হয়।

বিরল উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বিরল পৌর মেয়র সবুজার সিদ্দিক সাগরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, সংবর্ধিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রাণালয়ের সচিব মেসবাহুল ইসলাম, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নুরুল ইসলাম, দিনাজপুর জেলা প্রশাসক মাহমুদুল আলম।

পরে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী জেলার বিরল, বোচাগঞ্জ ও কাহারোল উপজেলার বিভিন্ন স্থানে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন।

#

জাহাঙ্গীর/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/২১১৬ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৮

**বঙ্গবন্ধুর আদর্শ আগামী প্রজন্মের কাছে অনুকরণীয়**

 **-- অর্থমন্ত্রী**

কুমিল্লা, ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ারি) :

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ আগামী প্রজন্মের কাছে অনুকরণীয়। যার জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না, এটি শাশ্বত সত্য, এই শাশ্বত সত্যটিকে মানু‌ষের কা‌ছে তু‌লে ধরা সরকারের দা‌য়িত্ব। জা‌তির পিতা‌র আদর্শ‌কে আবার নতুন করে মানুষের সামনে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যারা বঙ্গবন্ধুকে কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁর নির্দেশে যুদ্ধ করেছেন, তাদের জন্য এক ধরনের অনু্প্রেরণার চিত্র তু‌লে ধরা।

মন্ত্রী আজ কুমিল্লায় তাঁর নিজ বাড়িতে বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে সাংবাদিকদের উ‌দ্দেশে এসব কথা বলেন।

মুজিব বর্ষ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে কুমিল্লার লালমাই উপজেলা মাঠে আয়োজিত এক জমকালো অনুষ্ঠানে অংশ নেন অর্থমন্ত্রী। এতে মুজিব বর্ষ ভিক্টোরিয়ানস ক্রিকেট টি-২০ টুর্নামেন্টের ট্রফি উন্মোচন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাবেক রেলমন্ত্রী মুজিবুল হক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মনোয়ার আহমেদ, জেলা প্রশাসক আবুল ফজল মীর এবং কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের চেয়ারপারসন নাফিসা কামাল।

#

গাজী তৌহিদুল/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিমুজ্জামান/২০২০/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৭

**'আমার গ্রাম-আমার শহর' বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ করণীয় নির্ধারণ করবে**

 **-- মন্ত্রিপরিষদ সচিব**

ঢাকা, ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ারি) :

 'আমার গ্রাম-আমার শহর' নির্মাণে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া পরিচালিত গবেষণার ফলাফল সমৃদ্ধকরণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সিরডাপ মিলনায়তন, ঢাকায়  আজ অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথির  বক্তৃতা করেন  মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম।

 প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন,  আমার গ্রাম আমার শহর বিষয়ে আরডিএ গবেষণা করে যে ফলাফল  উপস্থাপন করেছে  মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সাথে আলোচনাপূর্বক করণীয় নির্ধারণ করবে।

 কর্মশালায় 'আমার গ্রাম-আমার শহর' গবেষণায় প্রাপ্ত সুপারিশ বাস্তবায়নে করণীয় সম্পর্কে উপস্থাপনা প্রদান করেন পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া’র মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মোঃ আমিনুল ইসলাম।

 গবেষণা এলাকা হিসেবে আরডিএ’র সন্নিকটে বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার চকপাথালিয়া গ্রামকে নির্বাচন করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন ও সরকারি দলিল থেকেও তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

 পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের  সচিব মোঃ রেজাউল আহসানের  সভাপতিত্বে  সেমিনারে  বিশেষ অতিথি হিসেবে  বক্তব্য  রাখেন   সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের  সচিব   মোঃ জয়নুল বারী,  পরিকল্পনা বিভাগের সচিব  মোঃ নুরুল আমিন, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব  নূর-উর-রহমান। এ সময় আরডিএ কর্তৃক নির্মিত 'আমার গ্রাম-আমার শহর' শীর্ষক একটি ভিডিও এ্যানিমেশন প্রদর্শন করা হয়।

#

হাবীব/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিমুজ্জামান/২০২০/১৯৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩০৬

**শিক্ষাই জাতিকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করে**

**---কৃষিমন্ত্রী**

টাঙ্গাইল, ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ারি):

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো নৈতিক চরিত্র তৈরি। এই শিক্ষাই জাতিকে উন্নত করে, সমৃদ্ধ করে।

কৃষিমন্ত্রী আজ টাঙ্গাইলের মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও বিজ্ঞান মেলায় এসব কথা বলেন।

শিক্ষাক্ষেত্রের প্রতিবন্ধকতা সর্বাগ্রে দূর করে আলোর পথে বাংলাদেশ। আর সেই আলোয় আলোকিত হয়ে বাংলাদেশের সামনে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ এর ‘এস ডি জি’ এবং ২০৪১ এর স্বপ্নের ‘রূপকল্প’ বাস্তবে কার্যকরী হবে, দেশ চলে যাবে উন্নত দেশের কাতারে বলেন কৃষিমন্ত্রী।

এর আগে ধনবাড়ী বাসস্ট্যান্ডে এম ট্যাক সল্যুশন ও আইটি ফার্ম উদ্বোধন করেন কৃষিমন্ত্রী।

কৃষিমন্ত্রী অপর এক অনুষ্ঠানে গোপালপুর উপজেলায় সূতী ভি.এম পাইলট মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ১শ বছর উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম প্রধান অতিথি ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মোঃ শহিদুল ইসলাম।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে ধারণ করে আত্মপ্রত্যয়ী, নিয়মানুবর্তিতা,  স্বাধীনতা  ও চেতনা, সৎ ও সুস্থ সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটাতে হবে। নৈতিক মানসম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টি করতে হবে; তাহলে শিক্ষা থেকে সুফল পাওয়া যাবে এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা সহজ হবে।

#

গিয়াস/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/২০১৭ ঘন্টা

তথ্যববিরণী নম্বর: ৩০৫

রংপুরে বাণিজ্যমন্ত্রী

**বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করে ছাত্রলীগকে**

**কাজ করতে হবে**

পীরগাছা (রংপুর), ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ার):

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করে দেশের কল্যাণে ছাত্রলীগকে কাজ করতে হবে। ছাত্রলীগ কর্মীদের আদর্শবান হতে হবে। তবেই বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়ন করা সম্ভব। দেশের উন্নয়নে সকলকে এক সাথে কাজ করতে হবে।

বাণিজ্যমন্ত্রী আজ রংপুরে পীরগাছা উপজেলা অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের পীরগাছা উপজেলা শাখার ৭২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

টিপু মুনশি বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ছাত্রলীগকে কাজ করতে হবে।

এর আগে বাণিজ্যমন্ত্রী পীরগাছা উপজেলার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে এক মতবিনিময় সভা করেন। পরে উপজেলা অডিটোরিয়ামে ৪৬ জন প্রতিবন্ধীকে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে হুইল চেয়ার হস্তান্তর করেন। এছাড়া তিনি ইটাকুমারী ইউনিয়নের কালিগঞ্জ মুসল্লিপাড়া জামে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

#

বকসী/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৯৩৬ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩০৪

**সরকারি ব্যবস্থাপনায় নিরাপদে হজ পালন করুন**

 **----ধর্ম প্রতিমন্ত্রী**

গোপালগঞ্জ, ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ারি):

 ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব এডভোকেট  শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ  বলেছেন,  সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে গমন  করলে  সকল ধরনের প্রতারনা এবং বিড়ম্বনা  পরিহার করে নিরাপদে হজ পালন করা যায়। এ বিষয়ে সারা দেশের  ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী-সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে হজযাত্রীদের সঠিক  তথ্য দিয়ে সাহায্য  করতে হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, গোপালগঞ্জ জেলা কার্যালয় আয়োজিত মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের  শিক্ষক ও ওলামা মাশায়েখগণের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির  বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, হজযাত্রীদেরকে অবশ্যই  সরকার প্রদত্ত  নিয়ম কানুন জেনে হজে গমন করতে হবে। হজ গমনে যে কোন ধরনের মধ্যস্বত্বভোগী  এবং দালাল পরিহার করতে হবে। এ সময় তিনি  বলেন, হজযাত্রীদের চাহিদার কথা  চিন্তা করে এ বছরের চুক্তিতে  দশ হাজার হজযাত্রীর কোটা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ বছর  বাংলাদেশ থেকে সরকারি ব্যবস্থাপনার  সতেরো হাজার একশত আটান্নব্বই জন-সহ সর্বমোট ১ লাখ ৩৭ হাজার ১ শত ৯৮ জন হজযাত্রী হজে গমন করতে পারবেন।

 ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, দেশের  প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে সর্বমোট  ৫৬০ মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। ধর্মীয় কার্যক্রমের পাশাপাশি  নানাবিধ  সামাজিক ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক   কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে  এসব মসজিদ কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

 উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে যাকাতের অর্থায়ন থেকে  বিভিন্ন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির মাঝে সেলাই মেশিন এবং মসজিদ পাঠাগারের  আলমিরা বিতরণ করা হয়।

#

আনোয়ার/রাহাত/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৯৪৪ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৩

**শীতের মতো দুর্যোগেও সরকার জনগণের  পাশে আছে**

 **-- ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী**

দিনাজপুর, ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ারি) :

 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, শীতের কারণে দরিদ্র মানুষ যেন কষ্ট  না পায় সেজন্য সরকার সারা দেশে পর্যাপ্ত শীতবস্ত্র ও কম্বল বিতরণের ব্যবস্থা  নিয়েছে।

 প্রতিমন্ত্রী  আজ  দিনাজপুর  জেলার  জেলা প্রশাসনের আয়োজনে সদর, বিরল, বোচাগঞ্জ ও কাহারোলে ৪টি উপজেলায়  কম্বল এবং  শিশুদের জন্য শীতবস্ত্র  বিতরণকালে এসব কথা বলেন।  নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী  খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা  ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আকরাম হোসেন এ সময়  উপস্থিত ছিলেন ।

 দুর্যোগ প্রতিমন্ত্রী বলেন,  সরকার  দেশের  উন্নয়নে কাজ করছে। আগামীতে এ দেশের  কোন মানুষ  গৃহহীন  থাকবে না। সব গৃহহীনদের  জন্য  পাকা  বাড়ি করে দেয়া হবে। মুজিব বর্ষ উপলক্ষে  দেশের প্রতিটি গ্রামে ১টি করে  দরিদ্র পরিবারকে অর্থাৎ মোট ৬৮ হাজার ৩৮টি দরিদ্র পরিবারকে দুর্যোগ সহনীয় পাকা বাড়ি তৈরি করে দেয়া হবে।  পর্যায়ক্রমে সরকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ৬০ লাখ  এ ধরনের বাড়ি তৈরি করবে।

#

সেলিম/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিমুজ্জামান/২০২০/১৯৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০২

**মিয়ানমারকে অবশ্যই আন্তর্জাতিক আদালতের রায় মানতে হবে**

 **-- তথ্যমন্ত্রী**

রাঙ্গুনিয়া (চট্টগ্রাম), ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ারি) :

 তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, মিয়ানমারকে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় অবশ্যই মানতে হবে। তাদের এই রায় প্রত্যাখ্যান করার কোন সুযোগ নাই। এটি একটি ঐতিহাসিক রায়। সেখানে যতজন বিচারক ছিল তারা সর্বসম্মতভাবে এই রায় দিয়েছেন।

 আজ দুপুরে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের “বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা” শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় উপজেলার ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মাঝে বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ ও ক্যান্সার রোগীদের অনুদানের চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে বলা হয়েছে মিয়ানমারকে ৪ মাস পর আদালতকে এই রায়ের কতটুকু বাস্তবায়ন করেছে তার রিপোর্ট করতে।

 মন্ত্রী বলেন, যে সমস্ত দেশগুলো এই রায়ের আগে মিয়ানমার যে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত করেছে, এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে নির্মূল করেছে সেই ব্যাপারে এতদিন দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিল আমি মনে করি এই রায়ের পর তারা মিয়ানমারকে চাপ প্রয়োগ করবে। এতদিন যারা মিয়ানমারকে এই কাজ থেকে নিবৃত্ত করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত চাপ প্রয়োগ করেনি, তারা রোহিঙ্গাদের যাতে পূর্ণাঙ্গ নাগরিক অধিকার দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ফেরত নিয়ে যায় সেজন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এই রায়ের পর মিয়ানমারের উপর চাপ প্রয়োগ করবে। মিয়ানমারকে এই রায় অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

 ড. হাছান মাহমুদ বলেন, মিয়ানমারে যখন সেখানকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর নিপীড়ন-নির্যাতন চালিয়েছে, যখন মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, রোহিঙ্গাদের যখন নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছিল, তখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, আমি যদি দেশের ১৬ কোটি মানুষকে খাওয়াতে পারি, তাহলে মিয়ানমারের ১০-১১ লাখ মানুষকেও খাওয়াতে পারব। সেকারণে তিনি আমাদের সীমান্ত খুলে দিয়েছেন এবং তাদেরকে বাংলাদেশে জায়গা করে দিয়েছেন।

 তথ্যমন্ত্রী বলেন, কিন্তু মিয়ানমার যেভাবে সেখানে মানুষ হত্যা করেছে, ছোট শিশুদের হত্যা করেছে, সন্তানের সামনে মাকে ধর্ষণ করেছে। নির্বিচারে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে, সেটা মানবতাবিরোধী অপরাধ। সেই অপরাধের বিরুদ্ধে ওআইসি’র সকল সদস্য রাষ্ট্রের পক্ষে গাম্বিয়া আন্তর্জাতিক আদালত (ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অভ্‌ জাস্টিস)-এ মামলা করেছে। সেই মামলায় মিয়ানমারের বিরুদ্ধে একটি ঐতিহাসিক রায় হয়েছে।

 মন্ত্রী বলেন, সেই মামলায় আন্তর্জাতিক আদালত অর্ন্তবর্তীকালীন আদেশে বলেছে মিয়ানমারকে অবিলম্বে মানবতাবিরোধী অপরাধ বন্ধ করতে হবে। সেখানে যে আরো রোহিঙ্গারা রয়েছে তাদের যাতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেওয়া হয়, এবং ইতিপূর্বে যে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে সেগুলো সংরক্ষণ করতে হবে। মায়ানমারের সেনাবাহিনী-সহ অন্যান্য যে সমস্ত বাহিনী অপরাধ সংঘটিত করেছে তারা যাতে আর কোনভাবেই এধরণের কাজে যুক্ত না থাকে। এবং তারা যাতে কোনভাবে অন্য কাউকে আর প্ররোচনা না দেয় সেজন্য এই ঐতিহাসিক রায় দেয়া হয়েছে।

 তথ্যমন্ত্রী রাঙ্গুনিয়া উপজেলার ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা বৃত্তি হিসেবে প্রাথমিকে ১০১ জন শিক্ষার্থীকে ১২শত টাকা করে, ৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির ৯৪ জন শিক্ষার্থীকে ১৫শত টাকা করে, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ৯ জন শিক্ষার্থীকে ৩২শত টাকা এবং ডিগ্রি ও অনার্স পর্যায়ে ২ জন শিক্ষার্থীকে ৪ হাজার ৫শত টাকা করে দেওয়া হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ২শত জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা উপকরণ এবং ২টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সামগ্রী এবং ৩০ জনকে বাইসাইকেল দেওয়া হয়। এছাড়া ২১ জন ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোক, প্যারালাইসিস ও জন্মগত হৃদরোগীদের আর্থিক অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়।

#

আকরাম/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৮৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩০১

**বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য জমা দেয়ার আহ্বান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর**

মৌলভীবাজার, ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ারি):

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের  আইডি কার্ড ও ডিজিটাল সনদ প্রদানের  লক্ষ্যে ৬ ধরনের তথ্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের (ইউএনও) অফিসে জমা দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক  মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল  হক ।

আজ  মৌলভীবাজার  জেলা স্কুল মিলনায়তনে  মৌলভীবাজার সদর, কমলগঞ্জ, কুলাউড়া ও শ্রীমঙ্গল  মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স উদ্ধোধন শেষে  মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী  এসব কথা  বলেন।

তথ্যগুলো হচ্ছে ‘মুক্তিযোদ্ধার নাম (বাংলা ও ইংরেজিতে),  মুক্তিযোদ্ধার মাতা ও  পিতার নাম (বাংলা ও ইংরেজিতে), পাসপোর্ট সাইজের ১ কপি ছবি, জন্ম তারিখ, মুক্তিযোদ্ধা  জীবিত না মৃত এবং জাতীয় পরিচয় পত্র/জন্ম সনদ নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের  উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প হতে প্রায় ১১ কোটি টাকা ব্যয়ে এ ৪ টি উপজেলা  মুক্তিযোদ্ধা  কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়।

মন্ত্রী বলেন, ‘মুজিববর্ষে প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার বক্তব্য ১০ থেকে ২০ মিনিট রেকর্ড করা হবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ৯ মাস কীভাবে একজন মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ করেছে তার বর্ণনা থাকবে রেকর্ডে। এছাড়া  মুক্তিযুদ্ধের সকল ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণ করা হচ্ছে যাতে শত শত বছর পরেও পরবর্তী প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের সঠিক  ইতিহাস জানতে পারে।’

#

মারুফ/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮৩৫ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩০০

**জনগণের মন থেকে কর প্রদানের ভীতি দূর করার আহ্বান**

 **---জনপ্রশাসন  প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ারি):

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন জনগণের মন থেকে কর প্রদানের ভীতি দূর করে কর আদায় আরো বৃদ্ধি করতে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (ট্যাক্সেশন) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (ট্যাক্সেশন) এসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তৃতাকালে প্রতিমন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের অর্থনীতির গতিশীলতা রক্ষায় জনগণের কাছ থেকে আহরিত কর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই, যথাযথভাবে কর আদায় করে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রেখে দেশকে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করতে কর আদায়ের সাথে জড়িত সকলকে আরো নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে।

ফরহাদ হোসেন বলেন, ভবিষ্যতে ট্যাক্সেশন পদ্ধতি আধুনিক ও যুগোপযোগী করতে হবে। পাশাপাশি, বাংলাদেশের স্বার্থে এই দেশোপযোগী একটি পদ্ধতি চালু করতে হবে। কর আদায় আরো গতিশীল ও সহজসাধ্য করতে কর আদায় পদ্ধতির প্রয়োজনীয় সংস্কার ঘটাতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, যথাযথভাবে কর আদায় করতে হলে কর অফিসগুলো জনগণের আরো কাছাকাছি নিতে হবে। এজন্য উপজেলা পর্যায়েও ট্যাক্স সার্কেল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সরকার এ বিষয়ে যৌক্তিকভাবে বিবেচনা করে ট্যাক্স সার্কেল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বিসিএস (ট্যাক্সেশন) এসোসিয়েশনের সভাপতি মোঃ সেলিম আফজালের সভাপতিত্বে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

#

শিবলী/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮০৮ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৯৯

**সমাজ ব্যবস্থায় নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে**

 **---গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ারি):

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের প্রতি পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। রক্ষণশীলতা থেকে এখন আমরা অনেকটাই বেরিয়ে এসেছি। এই পরিবর্তন সকলের জীবনে আনতে হবে। মায়েরাই আদর্শলিপি, বাল্যশিক্ষা, সন্তানের জন্য নৈতিকতা ও মূল্যবোধের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

আজ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২০ এর উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

তথ্য কমিশনার ও বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের সভাপতি সুরাইয়া বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা ও স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে তথ্য সচিব কামরুন নাহার-সহ বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়ে নারীদের ধারণ করার শক্তি অনেক বেশি উল্লেখ করে গণপূর্ত মন্ত্রী বলেন, দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে অনেকেই আস্থা ও বিশ্বাসের জায়গা ধারণ করতে পারেন না। এক্ষেত্রে দাপ্তরিক দায়িত্ব নারীরা নিজের মধ্যে সফলভাবে ধারণ করেন বলে আমার মনে হয়। আমি চাই সকলে মিলে এ জায়গা ধারণ করবে।

নারীদের উদ্দেশে প্রধান অতিথি বলেন, নিজেদেরকে শুধু নারী ভাবা যাবে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চোখ বন্ধ করে বিবেচনা করে দেখেন, তাঁকে দল সামলাতে হয়, প্রশাসনিক দিক সামলাতে হয়ে, মন্ত্রী-এমপিরা কী করছেন তা সামলাতে হয়, বিরোধী দলের রাজনীতি দেখতে হয়, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকাণ্ড দেখতে হয়, বিশ্ব কূটনীতি দেখতে হয়। দেশকে তিনি সফলভাবে অদম্য গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের সদস্যদের উদ্দেশে মন্ত্রী আরো বলেন, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বড় বড় উন্নত দেশও এরকম নারীদের ফোরাম গঠনের কথা কল্পনা করতে পারেনি। যেটা আপনারা করেছেন। আপনারা এগিয়ে যাচ্ছেন, আপনারা এগিয়ে যাবেন। এভাবে আমরা সবাই এগিয়ে যাবো। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার অদম্য, দুর্বার প্রবহমান স্রোতে সবার একাত্ম হওয়া দরকার।

প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বলেন, সরকার নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে। এককভাবে সরকারের প্রচেষ্টায় শতভাগ কোনকিছুই করা সম্ভব নয়। দেশে নারীর ক্ষমতায়ন, নারী-পুরুষের সমতার পরও অনেক চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। নারীরা ঐক্যবদ্ধভাবে দায়িত্ব পালন করলে ২০৪১ সালে বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন আমরা রোধ করতে পারবো। নারীদের সাথে সাথে পুরষদেরও এগিয়ে আসতে হবে। তাহলে নারীদের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হবে।

#

ইফতেখার/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮০২ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৯৮

**চট্টগ্রামে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণের আহ্বান স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর**

চট্টগ্রাম, ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ারি):

সারা বছর রাস্তাঘাট খোঁড়াখুঁড়ির কথা উল্লেখ করে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য  চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম ওয়াসা, সিডিএ-সহ সংশ্লিষ্ট  প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

আজ আগ্রাবাদের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের বঙ্গবন্ধু কনফারেন্স হলে ‘স্মার্ট সিটি চট্টগ্রাম’ শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ আহ্বান  জানান।

মন্ত্রী বলেন, দাতা সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগীদের বিভিন্ন প্রকল্পের বেঁধে দেওয়া সময়ের কারণে একেক প্রতিষ্ঠান সড়ক কাটে। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে এ সমস্যা কাটিয়ে তুলতে পারলে জনদুর্ভোগ কমে আসবে।

গোলটেবিল আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম চেম্বার সভাপতি মাহবুবুল আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল ও সংসদ সদস্য এমএ লতিফ।

#

হাসান/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৭৪৭ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৯৭

**বাংলাদেশে বেভারেজ শিল্পখাতে থাই উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের আহ্বান শিল্পমন্ত্রীর**

ব্যাংকক (থাইল্যান্ড), ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ারি) :

বাংলাদেশে খাদ্য ও বেভারেজ শিল্পখাতে বিনিয়োগের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে উল্লেখ করে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন সম্ভাবনাময় এ শিল্পখাতে থাইল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী বেভারেজ শিল্প প্রতিষ্ঠান থাইবেভ (ThaiBev)-এর প্রতি যৌথ বিনিয়োগে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

থাইল্যান্ড সফররত শিল্পমন্ত্রী গতকাল থাইবেভ (ThaiBev) পরিদর্শনকালে প্রতিষ্ঠানটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে আয়োজিত বৈঠকে এ আহ্বান জানান।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক শ্রমশক্তি কাজ করছে। সে সঙ্গে পর্যটন শিল্পেরও দ্রুত বিকাশ ঘটছে। এতে ফুড এবং বেভারেজ পণ্যের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে।

শিল্পমন্ত্রী রাষ্ট্রায়ত্ত চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের সাথে যৌথ বিনিয়োগে বাংলাদেশে  বেভারেজ শিল্প স্থাপনের পরামর্শ দেন। কৃষিভিত্তিক এ শিল্পখাতে বিনিয়োগে এগিয়ে আসলে সরকারের পক্ষ থেকে সম্ভব সবধরনের নীতি সহায়তা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন মন্ত্রী।

থাইবেভের কর্মকর্তারা জানান, ঐতিহ্যবাহী এ বেভারেজ কোম্পানি থাইল্যান্ডের পাশাপাশি চীন, মিয়ানমার, মালয়েশিয়া, স্কটল্যান্ড, সিঙ্গাপুর-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ফুড ও বেভারেজ শিল্পে বিনিয়োগ করেছে। এর উৎপাদিত অ্যালকোহলিক পণ্যের পাশাপাশি পানি, সোডা, গ্রিন টি-সহ অন্যান্য
নন-অ্যালকোহলিক পণ্য বাজারে অত্যন্ত জনপ্রিয়। তারা অন্যান্য দেশের বিনিয়োগের অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের ফুড ও বেভারেজ শিল্পখাতে বিনিয়োগের আশা প্রকাশ করেন।

পরে শিল্পমন্ত্রী  থাইবেভের বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। এ সময় সফরকারী প্রতিনিধিদলের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

#

জলিল/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৭৪২ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৬

**আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবসে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে ‘আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২০’ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ কাস্টমসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, সেবাগ্রহীতা ও অংশীজন-সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

 ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)-এর মূলনীতির উপর ভিত্তি করে বিশ্ব কাস্টমস সংস্থা (WCO) আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই সংস্থাটি আধুনিক ও সহজতর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে এর সদস্যভুক্ত দেশগুলোকে নেতৃত্ব, পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান-সহ বর্তমান ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। এ বছর সংস্থাটি সামাজিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত দিকসমূহকে প্রাধান্য দিয়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সদস্যভুক্ত ১৮৩টি দেশের টেকসই ভবিষ্যৎ অর্জনে কাস্টমস এর সক্রিয় ভূমিকার উপর গুরত্বারোপ করেছে। তাছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তন ও বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়নের উপরেও জোর দিয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে, বিশ্ব কাস্টমস সংস্থা’র এ বছরের মূল প্রতিপাদ্য ‘Customs Fostering Sustainability for People, Prosperity and the Planet’- যা অত্যন্তুক্ত দেশগুলোকে

 সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

 সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও শিল্পায়নের উপর ব্যাপক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। যার ফলে দেশে রাজস্ব আদায়ের বহুমুখী খাত সৃষ্টি হয়েছিলো। জাতির পিতার সুযোগ্য নেতৃত্ব ও সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে মাত্র সাড়ে তিন বছরেই যুদ্ধবিদ্ধস্ত বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশে রূপান্তরিত হয়েছিলো। আমরা ২০০৯ সাল থেকে পরপর তিনদফা সরকার গঠন করে সমগ্র দেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। আমরা কাস্টমস আইন, ১৯৬৯ রহিত করে যুগোপযোগী, সহজ, সমন্বিত ও সুসংহত নতুন কাস্টমস আইন, ২০১৪ প্রণয়ন করেছি, যা ২০১৬ সালের ১ জুলাই হতে কার্যকর হয়েছে। আমাদের সরকার ‘Customs Modernization Strategic Action Plan, 2019-2022’ শীর্ষক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ২০২১ সালের মধ্যে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ লক্ষ্য অর্জনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অতি সংবেদনশীল তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়াকে আরো সহজতর করেছি। ইতোমধ্যে আমরা ৩৮টি ভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার সমন্বিত সেবা কার্যক্রম ‘National Single Window’ বাস্তবায়ন শুরু করেছি। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের তুলনায় আমদানি শুল্ক থেকে রাজস্ব আহরণ তিনগুণের অধিক বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৬৩,৩৮২ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। আমাদের গৃহীত এসকল পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশ আজ অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে; বিশ্বে ‘উন্নয়নের বিস্ময়’ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

 আমরা আগামী ১৭ই মার্চ ২০২০ থেকে ১৭ই মার্চ ২০২১ সময়কে মুজিববর্ষ ঘোষণা করেছি। এ সময়ে বাংলাদেশ এবং ইউনেস্কো যৌথভাবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করবে। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যমআয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। বাংলাদেশ কাস্টমস তাদের পেশাগত উৎকর্ষতা অর্জনের মাধ্যমে দেশকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে- আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবসে এই আমার প্রত্যাশা।

 আমি ‘আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২০’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আশরাফ সিদ্দিকী/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৭৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৯৫

**আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ারি) :

**রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আন্তর্জাতিক কাস্টমস** দিবসে **নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :**

‘‘জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ২৬ জানুয়ারি ‘আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২০’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ কাস্টমসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সেবাগ্রহীতা ও অংশীজনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তথা আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে কাস্টমস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। রাজস্ব আহরণের পাশাপাশি বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, দেশীয় শিল্প সুরক্ষা, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়নে বাংলাদেশ কাস্টমসের অবদান অপরিসীম। এ প্রেক্ষাপটে এ বছরের আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবসের মূল প্রতিপাদ্য ‘Customs Fostering Sustainability for People, Prosperity and the Planet’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আমদানি-রপ্তানি পণ্যের দ্রুত শুল্কায়ন ও খালাসের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, বিশ্বস্ত করদাতাদের দ্রুত সেবা প্রদান, আমদানি-রপ্তানি সরলীকরণ, কন্টেইনার/কার্গো স্ক্যানারসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। আমি আশা করি এর মাধ্যমে নিরাপদ বাণিজ্য পরিবেশ নিশ্চিতকরণসহ বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বাররক্ষী হিসেবে বাংলাদেশ কাস্টমস নিরাপদ বাণিজ্য পরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশের বাণিজ্যে গতিসঞ্চার করে সরকারের রূপকল্প ২০২১ এবং রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবে - এ প্রত্যাশা করি।

আমি ‘আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২০’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।’’

#

ইমরানুল/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৭০০ ঘন্টা